বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ফোন ঃ
অফিস ঃ ৯৫৫৫১৩৩
ফ্যাক্স ঃ ০০৮৮-০২-৯৫৬৪৭৬৩

সচিবালয়
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

Phone :
Office : 9555133
Fax : 0088-02-9564763

স্মারক নং-১১১-পাউবো(সচি)/বোর্ড-২

তারিখঃ ১৩ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে আয়োজিত গণশুনানীর কার্যবিবরণী প্রেরণ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও দুর্নীতি দমন কমিশনের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে বোর্ডে গত ০৫ এপ্রিল, ২০১৮খ্রি: তারিখ অনুষ্ঠিত গণশুনানীর কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো। সিদ্ধান্তের ওপর আপনার দপ্তর হতে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন অত্র দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৬/৪/২০১৮
(আব্দুল খালেক)
সচিব, বাপাউবো ও
অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা
secretary@bwdb.gov.bd

সংযুক্তি: বর্ণনামতে:

স্মারক নং-১১১-পাউবো(সচি)/বোর্ড-২

তারিখঃ ১৩ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে প্রেরীত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/ অর্থ/ পশ্চিম রিজিয়ন/ পূর্ব রিজিয়ন/ পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী মনিটরিং/ প্ল্যানিং/প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন/ প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা/নিয়ন্ত্রক (অহিনি) বাপাউবো, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর), ও বোর্ডের জিআরএস সংক্রান্ত আপীল কর্মকর্তা, বাপাউবো, আনসার চেম্বার, মতিঝিল, ঢাকা।
৪. প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/ প্রকল্প পরিচালক (সকল) ------------।
৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ পরিচালক (সকল) বাপাউবো--------------- ঢাকা।
৬. সিএসও টু মহাপরিচালক বাপাউবো, ঢাকা।
৭. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, বাপাউবো, ঢাকা।
৮. নির্বাহী প্রকৌশলী/উপসচিব/ উপ-পরিচালক (সকল), বাপাউবো--।
৯. অফিস কপি।

২৬/৪/১৮
(এস, এম, হুমায়ূন কবীর)
উপ পরি:(বোর্ড) (চলতি দায়িত্ব)
বাপাউবো, ঢাকা।

ডায়েরী নং ১৫৮০ তারিখঃ ৮/৫/১৮
প্রোগ্রামার
সহকারী প্রোগ্রামার ১/২
সহকারী প্রকৌশলী
অফিস সহকারী

জরুরী
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
নথিতে পেশ করুন
নথিতে রাখুন
তাগিদ পত্র দিন

সিস্টেম এনালিস্ট- ১/২
আইসিটি সেল, বাপাউবো, ঢাকা

E:\ICAE\R-5-2\GRS Focal point\Public hearing 2017\forwarding.doc

গত ০৫ এপ্রিল, ২০১৮খ্রিঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে আয়োজিত গণশুনানীর কার্যবিবরণী:

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও দুর্নীতি দমন কমিশনের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাকক্ষে গত ০৫ এপ্রিল,.২০১৮খ্রিঃ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানীতে সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) জনাব মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন। গণশুনানীতে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণের তালিকা পরিশিষ্ট-১ সন্নিবেশিত করা হলো।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে আয়োজিত গণশুনানীতে বক্তাগণ বলেন, রাষ্ট্রীয় এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তথা গণমাধ্যম, পরিবার, রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি পর্যায়ে জবাবদিহিতা চর্চা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তাই সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে নিয়মিত গণশুনানী আয়োজনের বিকল্প নেই। বক্তাগণ আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তাই কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলেই দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং জনগণের সাথে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। তারই ধারাবাহিকতায় নিয়মিত গণশুনানী আয়োজনের মাধ্যমে বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System-GRS) আরও ত্বরান্বিত হবে।

গণশুনানীতে অন্যান্যের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) জনাব কাজী সাখাওয়াত হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (ইস্ট রিজিয়ন) জনাব কে, এম, আনোয়ার হোসেন, প্রধান পরিকল্পনা এ, এম, আমিনুল ইসলাম, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা জনাব মোঃ মাহফুজ আহমদ এবং বিভিন্ন পরিদপ্তরের পরিচালকগণ প্রমূখ । এছাড়া বোর্ডের সকল শ্রেণীগুচ্ছের প্রকৌশলী-অপ্রকৌশলী কর্মকর্তা, দপ্তরপ্রধানগণ ও অংশীজন স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বোর্ডে নিয়মিত গণশুনানী আয়োজনের মাধ্যমে বোর্ডের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব । পাশাপাশি, বোর্ডের কাজে গতিশীলতা আসবে বলে অংশগ্রহণকারীগণ আশা প্রকাশ করেন।

শুরুতে বোর্ডের সচিব ও জিআরএস সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব আব্দুল খালেক মূল প্রবন্ধে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে গণশুনানী সংক্রান্ত সরকারের কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২২(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ' সকল সময়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীগণ নাগরিকদের সেবা প্রদান করবে। এরপর সকল অংশগ্রহণকারী মুক্ত আলোচনা পর্বে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীগণ বোর্ডের বিভিন্ন দাপ্তরিক সমস্যার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থাপিত সমস্যাসমূহ বিধি মোতাবেক নিরসনের আশ্বাস দেন। বোর্ডের সচিব গণশুনানীর অধিক্ষেত্রসমূহ নিম্নোক্তভাবে সভাকে অবহিত করেন।

অধিক্ষেত্র: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থপনা নির্দেশিকা সকল সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এগুলির আওতাভুক্ত দপ্তরসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

ক) নাগরিক অভিযোগ (Public Grievance): সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আওতাভূক্ত প্রতিশ্রুতি সেবা বা পণ্য এবং/অথবা সেবাপদ্ধতি সম্পর্কে কোন নাগরিকের অসন্তুষ্টি অথবা প্রদেয়/প্রদত্ত সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত বিধি-বহির্ভূত কাজ অথবা নাগরিকের বৈধ অধিকার প্রদানে অস্বীকৃতির বিষয়ে ইলেকট্রনিক বা প্রচলিত পদ্ধতিতে দায়েরকৃত দরখাস্ত নাগরিক অভিযোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ) কর্মচারী- অভিযোগ (Staff Grievance): সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কর্মচারী হিসাবে প্রাপ্য যে কোন সেবা বা বৈধ অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট বা সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিকারের জন্য আবেদন দাখিল করলে তা কর্মচারী-অভিযোগ হিসাবে গণ্য হবে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পেনশন, আনুতোষিক, আর্থিক সুবিধা-সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগও এ শ্রেণির অভিযোগের অন্তর্ভূক্ত হবে।

গ) দাপ্তরিক অভিযোগ (Official Grievance): সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আওতার্ভুক্ত প্রতিশ্রুত সেবা বা পণ্য এবং/অথবা সেবাপদ্ধতি বা বৈধ অধিকার প্রদানে অস্বীকৃতির বিষয়ে অসন্তুষ্ট কোন দপ্তর কর্তৃক ইলেকট্রনিক বা প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রেরিত পত্র দাপ্তরিক অভিযোগ হিসাবে বিবেচিত হবে।

এছাড়া, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রাপ্ত পত্রদ্বয় যথাক্রমে পাসম পত্র সংখ্যা-৪২.০০.০০০০.০৩১.০৬.১৯৪.১৭-১০ তারিখ ১০ জানুয়ারি, ২০১৮ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের পত্র সংখ্যা- ডি ও নং-দুদক/ কমিঃ (অনু)ঃ/২০১৭/৪১ তারিখ ২৯ আগস্ট, ২০১৭ এর মাধ্যমে বোর্ডে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে গণশুনানী আয়োজনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে । পাশাপাশি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৭-২০১৮ সালের কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম ৭.৪ এ গণশুনানী আয়োজনের বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে যা সভায় অবহিত করা হয়।

সভাকে আরও অবহিত করা হয় যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বোর্ডের স্মারক নং -২২১ পাউবো (সচি)/বোর্ড-২ তারিখ ১৯-১১-২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সচিবকে সেবা প্রত্যাশী মানুষের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সে নির্দেশনা মোতাবেক ওয়াপদা ভবনের নিচতলায় স্থাপিত অভিযোগ বাক্স হতে প্রাপ্ত তথ্য প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয় যে, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক সংখ্যা ৪২..০০.০০০০.০৩২.০৫.২৫.১৬-৯৭২ তারিখ ১৩-১১-১৬খ্রিঃ মোতাবেক দপ্তরের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের আওতায় সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকরণের জন্য মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দেশনা পত্রখানার ছায়ালিপি বোর্ডের স্মারক নং- ২৮৯ পাউবো (সচি)/ বোর্ড-২ তারিখ ২৮-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, সরকার কর্তৃক প্রণীত **সচিবালয়** নির্দেশমালা-২০১৪ এর অষ্টম অধ্যায়ে ২৬১ নং নির্দেশনায় এই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা, ইহার নিজস্ব ও আওতাভুক্ত অফিসসমূহ তথ্য প্রযুক্তির সরঞ্জমাদিসহ সহজে দৃশ্যমান স্থানে সেবা ডেস্ক করবে।

সভায় উপস্থিত সকলকে আরও অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত নাগরিক সনদ অনুযায়ী সকল নাগরিক সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক সেবা এবং অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। গণশুনানী শেষে বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) ও অদ্যকার সভার সভাপতি জনাব মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩/০৪/২০১৮

আব্দুল খালেক
সচিব, বাপাউবো ও
অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা।

E:\KABIR- b-2\GRS Focal point\Public Hearing 2017\Minutes.docx